দেবীপ্রসাদ ঘোষ

তিতাস খুঁড়ে

বাতাসের মতো স্পর্শপ্রবণ

তিতাস একটি নদী মাত্র···কিন্তু তাই বলিয়া তার কি সত্যি কোনো ইতিহাস নাই ?[১] চৈতন্যের ঠিক সেখানটায় ইতিহাস-বোধ কাজ করে, জীবন চর্যায় যেখানে ইস্টি-কুটুমের দ্বন্দ্ব প্রায় সবটাই ধন্দের আস্তরণে ঢাকা পড়ে যেতে পারে ইতিহাসের পঙক্তিমালা, ওই ঘোর অমানিশা থেকে তুলে সঠিক ওজনের শব্দকটি প্রবাদ প্রতিম লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ আঘাত হানতে পেরেছেন। যে স্থবিরতার কালে মগজের স্নায়ুগুলি ক্রমশ জটের আকার নিয়ে— শুধুমাত্র ভোঁতা নয়, অন্ধত্বের আর এক আবরণে স্লেজ গাড়ির মতো টেনে নিয়ে গেছে— অক্ষর বিন্যাসের নৈঃশব্দ চেতনা আরও এক ইতিহাস-সন্ধানীর প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে। শব্দ দ্যোতনা পালন করে এক অনির্দেশ্য ভূমিকা। ঔপন্যাসিক কখনই ম্যানিফেস্টোর ভূমিকা নিয়ে আসরে নামেন না (তাই রক্ষে), ব্যাখ্যার প্রগলভ-তায় খুলে দেন আরও এক সঞ্জীবনী-কবচ। একই উপন্যাসে দেখা পাওয়া যায়— 'পুঁথির পাতা পড়িয়া গর্বে ফুলিবার উপাদান এর ইতিহাসে নাই সত্য, কিন্তু মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম, বৌ-ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে আঁকা রহিয়াছে।'[২] লেখক জানিয়েছেন 'সে ইতিহাস সত্য।'

এই সত্যাসত্যপর্বের ইতিহাসটুকু বুঝে নিতে লেখক আমাদের যেটুকু সাহায্য করেছেন সেটিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য— 'সত্যের মতো গোপন হইয়াও বাতাসের মতো স্পর্শপ্রবণ।'[৩] 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে ঔপন্যাসিকের এই দৃষ্টিকোণগুলি যদি সামান্য সামলে নিতে পারি তাহলে উপন্যাসপর্বে ইতিহাসের ধারাটিকে অনেকাংশেই যোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারব। উপন্যাসের এই ব্যাখ্যা অনেকক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও, আলোচ্য উপন্যাসটির প্রবহমানতা পাঠকদের, বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণমুখী করে তুলেছে। জীবন-আহৃত রচনা দেশ-কাল নিরপেক্ষ হতে পারে না, সে তো বলাই বাহুল্য। অথচ কীভাবে জীবন সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে তার একটি সফল আর সার্থক উদাহরণ 'তিতাস'।

আলোচ্য বিষয় সমগ্র উপন্যাসটির ব্যাখ্যান নয়, একটি খণ্ডিত অংশ। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্ব 'প্রবাস খণ্ড'-এ ঔপন্যাসিক মাঘমণ্ডল ব্রতকথার বিবরণ দিয়ে আখ্যানভাগ

শুরু করেছেন। যে-সব মানুষজনের কথা অদ্বৈত বলতে চেয়েছেন তিতাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে, তাদেরই প্রারম্ভিক পাঠ ঐ ব্রতের উদ্‌যাপন থেকে উপন্যাসের ক্রমপরিণতিতে। অবশ্য একথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না 'তিতাস' উপন্যাসের বিষয় মালোদের জীবন। অতি সাধারণ বর্ণনার ভেতর দিয়ে পাঠকদের গ্রামটির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন লেখক।[৪] কোনো বাহুল্য নেই, সহজ-সরল ভাষায় গ্রামের মানুষজনের পরিচিতি পেয়ে উপন্যাসের পরবর্তী অংশে এগিয়ে যেতে কোনোই অসুবিধা ঘটে না। যে কারণে বিষয়টি আমাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকে, নদীর বাঁক থেকে উপন্যাসের বাঁকটি কত সাবলীল ভঙ্গিমায় একই হাতার মধ্যে চলে আসে। ব্রত অনুষ্ঠান গ্রামে একটি বাৎসরিক উৎসব। জীবন-মৃত্যু এই চক্রের আবর্তনে ব্রত একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে।[৫]

কথকতার ইতিহাস

ছাপা অক্ষর বা দৃশ্য সংযোজন পর্বের চলতি ইতিহাস-ধারণা এ যাবৎ আমাদের কাছে একমাত্র ইতিহাস বর্ণনের চেহারা পেয়ে এসেছে। কিন্তু ইতিহাসের অপরাপর শাখায় মানুষের জীবন-ছন্দের বর্ণনা এতটাই ব্যস্ত হয়েছে, যেখানে সমাজের পূর্ণ অবয়ব ধরা পড়েছে। হামেশাই দেখা গেছে, ছাপা অক্ষরে বা ভিস্যুয়াল ইমেজের মধ্যে দিয়ে অনেক অসত্য কথা প্রতিফলিত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিকদের কাছে বিষয়টি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিড়ম্বনার। অন্যদিকে অক্ষর জ্ঞানের পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও বংশ পরম্পরায় মৌখিক প্রকরণে যে ইতিহাস চলে আসে— তাতে জীবনযাত্রার যে ছবি ফুটে ওঠে, সেটিও নানাভাবে নির্ভরযোগ্য। চলতি ইতিহাস-বেত্তারা এই ধারাকে প্রথমদিকে বিশেষ আমল দিতে চাননি। অথবা পদ্ধতির ভেতরে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, এ কথা বলা চলে।

'সত্যের মতো গোপন হইয়াও বাতাসের মতো স্পর্শপ্রবণ।' এই বাক্যটির মধ্যে একটি শব্দ 'হইয়াও' যথেষ্ট অনুধাবনযোগ্য। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসে সামান্যতম মেদ রাখেননি, বরং বর্জন করেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দ একেকটি ভিন্নমাত্রা যোগ করে। লোকসাহিত্যের ইতিহাসপর্বে ঐ শব্দের অনুবর্তনে এগিয়ে যাব। তবুও এখান থেকে অন্য-আর-একটি বাঁকের সন্ধান পাওয়া যায়। বিদেশে ওরাল হিস্ট্রি-র চর্চা এখন বহুল পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি এদেশেও। এই ভিন্ন ধারাটিকে 'কথকতার ইতিহাস' বলেই অভিহিত করব।

ইতিহাসের প্রয়োজন তার সামাজিক জীবনের মধ্যেই প্রোথিত থাকে। বিশেষভাবে আঞ্চলিক ইতিহাস ব্যাপক অর্থে তার চরিত্রের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যগুলিকে সযত্নে রক্ষা করে। পরিবর্তনের এ-ধারা সাধারণ চোখে অনেক সময় ধরা পড়ে না, বলা

উচিত অনেক উপেক্ষার গ্লানি নিয়ে চলে যায়। কিন্তু অঞ্চলের মানুষের কাছে, ঐ অঞ্চলের নতুন প্রজন্মের কাছে সেটি নানা আকারে নানা প্রকারে বাঁধা থাকে। কথকতার ইতিহাস এই সামাজিক দায়কে স্বীকার করেই, প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।[৬]

সামাজিক বিবর্তনের চিহ্নগুলিকে যদি না ধরে রাখা যায়, জাতির জীবনের সূত্রগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। এসব আমাদের জানা, অচেনা কিছু নয়। তবে কথকতার ইতিহাসটি অন্য দিগদর্শনের বিষয়টি তুলে ধরে, তা হল নির্দিষ্ট সমাজের মানুষকে তাঁর ইতিহাস রচনায় সাহস জুগিয়ে থাকে। ফলে গোষ্ঠী উদ্ভূত ইতিহাসকার যে তথ্য ও তত্ত্বের পরিবেশ ঘটান সেটি আর কেউ, তিনি যতই পারদর্শী হন না কেন, পারেন না। 'তিতাস একটি নদীর নাম' আকার-আকৃতি-আয়তন নানাদিক থেকে পাঠকের কাছে যতটাই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠুক না কেন, উপন্যাসটির অন্যতম সম্পদ হল, গোষ্ঠী উদ্ভূত লেখক। উপন্যাসের শৈলীতে এটি উত্তীর্ণ। অদ্বৈত সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রায়শই করা হয়ে থাকে— মালো পরিবারভুক্ত। ব্যাপারটি সত্যিকারের নিন্দনীয়, বর্ণবৈষম্যের শিকার। বর্ণ হিন্দুর ব্যাখ্যাকর্তারা প্রগতিশীলতার যতই ধ্বজা ধরুন না কেন, প্রচ্ছন্নে তাঁরা শ্রেণী প্রবক্তা হয়ে থেকেছেন, অন্তত এই একটি বিষয়ে। কিন্তু কথকতার ইতিহাস-এর প্রবক্তা হয়ে অদ্বৈতকে কখনই নজরের মধ্যে আনেননি। এই সূত্রের ব্যবধান নতুন কোন সন্ধান দেয় না 'তিতাস' সম্পর্কে। উপন্যাসের গতানুগতিক আলোচনা বিশেষ কোন উপলব্ধি ঘটায় না। 'তিতাস' এবং অদ্বৈতকে একই সঙ্গে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কোন বিবর্তন যদি না আনা যায় তাহলে উপন্যাসটির গঠন বৈচিত্র্য বহুলাংশে খর্ব হবে। এমনকি উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়তে বাধ্য।

তাকেই বলি ব্রত

ছড়া নিয়ে এ যাবৎ যত গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, সেগুলির বেশিরভাগ বিশ্লেষণমূলক রচনা। কোনটির উল্লেখ না করেও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যাকে আরও বিশদ করে নিবন্ধকারেরা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ১৩০১ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় 'ছেলে ভুলানো ছড়া' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন সেটির প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন, 'বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।'[৭] রবীন্দ্রনাথ যে ছড়াগুলি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি সাধারণত স্ত্রী সমাজের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। আচার আর ধরনের দিক থেকে ছড়াগুলি ছিল মেয়েলি। ১৮৯৪ সালে পূর্ব বাংলার পল্লীঅঞ্চলে বাসকালীন রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রে'র পত্রগুচ্ছ রচনা করেছিলেন, তখন 'ছড়া' নামে একটি প্রবন্ধ (ছিন্নপত্র ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) রচনা

করেন। প্রবন্ধটি ১৩০১ সালের ১৬ আশ্বিন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথ এক সভায় পাঠ করেন। ঐ সময়েই প্রবন্ধটি 'মেয়েলি ছড়া' নামে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনের ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ বিশ্বজ্ঞানের নানা দুরূহ বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেন। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে লিখেছেন— 'কাল র-র সঙ্গে মেয়েলি ছড়া নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যহীন বিষয় নিয়ে আমি কেন সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে গেলুম, তিনি বুঝতে পারেননি।'[৮] এই উদ্ধৃতিগুলিই মালুম দেয় রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ সময় ধরে লোকসংস্কৃতি বিষয়গুলি নিয়ে ভাবিত ছিলেন না, এ বিষয়ে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আগে খ্রিস্ট-ধর্মপ্রচারকদের কেউ কেউ বাংলাভাষা শিক্ষা লাভ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা লোক সাহিত্যের অন্যতম বিষয় 'প্রবাদ' সংগ্রহে মনোযোগী হয়েছিলেন একথা সত্য। কিন্তু তাঁদের সংগ্রহের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র।

ছড়া যে কেবলমাত্র শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যই সৃষ্ট, এগুলির সঙ্গে পরিণত মানুষদের কোন সম্পর্ক নেই তা বলা যায় না। প্রধানত শিশুদের জন্য রচিত হলেও ছড়া রচয়িতা কখনই শিশু নয়। পরিণত মানুষ শিশুর উপযোগী করে শিশু মনস্তত্ত্বের কথা অবহিত হয়ে এগুলি রচনা করেছেন। আবার পরিণত মানুষ তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনে, নিজেদের ব্যবহারের জন্যও ছড়া রচনা করেছেন। স্বভাবতই শিশুদের ছড়ার মতো বৈষয়িক ব্যাপার মুক্ত নয়। বরং বিপরীতটাই নির্ভরযোগ্য— অর্থাৎ বৈষয়িক প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক হিসাবেই এই ছড়াগুলির উৎপত্তি। এগুলিই হল ব্রতের ছড়া।

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ছড়ার ক্ষেত্রেই পাঠান্তরের পরিমাণ সব থেকে বেশি দেখা যায়। এই পাঠান্তর বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, উপমা বা বর্ণনার ক্ষেত্রেও অবাধ পার্থক্যের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন মূলত বিজ্ঞান সাধক। ১৩০৬ সালে যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন— 'মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন। মনুষ্য জীবনের একটি বৃহৎ অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই অনাদৃত সাহিত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।'

ব্রত একান্তভাবে স্ত্রী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, একইভাবে ব্রতের ছড়াও ঐ সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ। এ কারণেই ব্রতের ছড়াগুলি ছেলেভুলানো ছড়ার মতো বহুল প্রচারিত না হবার সম্ভাবনাই বেশি করে থেকে গেছে। এছাড়া রয়েছে ব্রতের আচার অনুষ্ঠান— এর সাহায্য ছাড়া এই ছড়ার বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন সুধীরচন্দ্র রায়— 'ছড়াকে লৌকিক সাহিত্য বলা যায় না, লৌকিক সাহিত্য তার কাঠামো। ছড়াকে নিতান্তই মেয়েদের গার্হস্থ্য সাহিত্য বলা যায়। গার্হস্থ্যে যেটুকু মেয়েদের সুকুমার মনীট প্রভাব বিস্তার করেছে সেইটুকুর উপর স্নেহের প্রলেপ ঘটিয়েই এর রচনা।'[৯] অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। 'মাঘমণ্ডল' প্রবন্ধে

তিনি 'ছড়া বা মন্ত্র' এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন।[১০]

প্রকারভেদ

প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-বিচার প্রণালীর সঙ্গে লোকসাহিত্য বিচার প্রণালীর এক মৌলিক পার্থক্য আছে। কারণ লোকসাহিত্য আন্তঃবিদ্যার (Interdisciplinary subject) অপেক্ষা রাখে। শুধুমাত্র সাহিত্য জ্ঞানের দ্বারা লোক সাহিত্যের রস আস্বাদন সম্ভব হলেও এই সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যে আবিষ্কার করা সম্ভব হয় না।[১১]

মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে এই মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে বিচারটি যদি স্বচ্ছ করা যায় তাহলে পরম্পরাগত ঐতিহ্যটিকে বুঝতে সাহায্য করে। কেননা বিশুদ্ধ মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোন শাস্ত্রীয় দেব-দেবীকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করেনি। অনেক পরিমাণে এটি মাটির কাছাকাছি। এই 'মেয়েলি ব্রত' সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব, কতক চিত্রকলা, নাট্যকলা, গীতকলা ইত্যাদি মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া…।' অন্যদিকে এই ব্যাখ্যার পরিধিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন— 'খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই।'[১২]

মাঘমণ্ডল ব্রতে সূর্যের অভ্যুদয়কে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। স্থান ভেদে এই ব্রত সূর্যব্রত, লালঠাকুরের ব্রত, সিঁড়ে পূজা' নামেও অভিহিত করা হয়।[১৩] সূর্যের বর্ণনা করে বিভিন্ন কাহিনী ব্রত উপলক্ষে গাওয়া এবং কথকতা করা হয়ে থাকে। যেমন বেহুলা-লখীন্দর, কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনী বহুল প্রচলিত, তেমনি লহনা ও খুল্লনা-র কাহিনী এই ব্রতে শ্রদ্ধার সঙ্গে গাওয়া হয়ে থাকে। রামজীবন এই কাহিনী অবলম্বন করে একটি সূর্যের পাঁচালি রচনা করেন (১৬৩১ শক)। এই পাঁচালি চট্টগ্রামের জীবেন্দ্রকুমার দত্ত সংগ্রহ করে 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় (১৩শ খণ্ড) ছাপেন। পরে শরৎচন্দ্র মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters-এ (১৫শ খণ্ড) ইংরেজিতে অনুবাদ করে ছাপেন। একটিতে সূর্যদেবের বাল্য-লীলা, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' ১ম খণ্ড-এ ছাপেন। এছাড়া বাংলাদেশের ফরিদপুরের কোটালি পাড়া থেকে সূর্যের একটি পাঁচালি সংগ্রহ করেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।[১৪] তাঁর প্রকাশিত পাঁচালি থেকে জানা গেছে এই ব্রত শ্রীহট্টে প্রচলিত মাঘব্রতের অনুরূপ। আরও একটি 'শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত'র সন্ধান পাওয়া যায়।[১৫] এটি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমায় প্রচলিত। রামপ্রাণ গুপ্ত 'ব্রত বিবরণ'এ (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৯) ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা ও ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের লৌকিক ব্রতগুলির যে বিবরণ দাখিল করেছেন তাতে 'মাঘমণ্ডলের' কোন

উল্লেখ নেই। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে মাঘমণ্ডল নেই। পরিবর্তে বালিকারা অগ্রহায়ণ মাসে ইতু পুজো করে থাকে। যদিও এটি সূর্য পুজো। মাঘমণ্ডল ব্রত অনুষ্ঠানের সময়কাল একই, অর্থাৎ মাঘ মাস জুড়ে।

'তিতাস' উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রবাস খণ্ডে মালোপাড়ায় প্রবেশের গোড়াতেই লিখছেন, 'মাঘ মাসের শেষ তারিখে সেই মালোপাড়াতে একটা উৎসবের ধুম পড়িল। এটা কেবল কুমারীদের উৎসব। নাম মাঘমণ্ডল ব্রত।' উপন্যাসের এ পর্বে অন্য বিষয়টির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর মুখবন্ধে জানানো হয়েছে— 'প্রথমত মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হইতে ছিল— গ্রন্থটির কয়েকটি স্তবক মুদ্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন সময় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি রাস্তায় হারাইয়া যায়।' এই সংবাদ একদিকে পাঠকের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা অদ্বৈত আবার উপন্যাসটি লিখতে বসেন এবং সমাপ্ত করেন। কাজটি যে খুব সহজ নয় সেটি পাঠককে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এক ধরনের পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া কখনই লেখা সম্ভব হতে পারে না, অন্তত 'তিতাস' গোত্রের উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের বলার বিষয়টি এখানে, উপন্যাস কাগজে-কলমে লেখার বহু আগেই তিনি একটি উপন্যাসের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে যেটা জরুরি। তিনি বহু আগেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন মালো জীবন আর সেই সঙ্গে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহে হয়ে উঠেছিলেন পারদর্শী।[১৬]

কাটা-ছেঁড়ার মধ্যেই জন্ম নেয় মহৎ শিল্পকর্ম। কখনও সম্পূর্ণ বর্জন বা কখনও নতুনভাবে সংযুক্তির ভেতরে থাকে উপন্যাস প্রক্রিয়ার জটিল অধ্যায়গুলি। হয়ত এর ফলে অদ্বৈত মল্লবর্মণের সংগৃহীত লোকসম্পদে উপন্যাসে সামান্য পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে মাঘমণ্ডল ব্রতে সেটি দেখা গেছে। একটি বিষয়ে জ্ঞাত করানোটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, উপন্যাস-পর্বে প্রবেশ করার আগে মল্লবর্মণ চাকুরি সূত্রে 'নবশক্তি' পত্রিকায় যোগ দিয়েছিলেন। এবং পরবর্তী কালে ঐ পত্রিকায় সম্পাদক রূপে দীর্ঘ চার বছর সেখানে ছিলেন। ঐ পত্রিকায় তিনি লোকসংস্কৃতি নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন। পঞ্চাশের বেশি বছর আগে এ জাতীয় একটি পত্রিকায় লোকসংস্কৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করাটা অবশ্যই লক্ষণীয়। আর মল্লবর্মণের রুচির প্রতিভাস সম্পর্কে আশা আরও বাড়িয়ে তোলে, কেননা পত্রিকাটির প্রায় সম্পূর্ণ একক দায়িত্বে ছিলেন তিনি। অভিজ্ঞতা ও চর্চা মিশিয়ে যে উপন্যাস তিনি রচনা করেন তা অন্তত বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রম হিসাবেই চিহ্নিত হয়েই আছে। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য বিষয় মাঘমণ্ডল ব্রত, সেটি 'নবশক্তি' পত্রিকায় ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়।

অদ্বৈত অপর যে কারণে স্বতন্ত্রতার দাবি জানাতে পারেন তা হল, তাঁর সংগৃহীত মাঘমণ্ডল ব্রতটি অপরাপর সংগ্রহ থেকে একেবারেই আলাদা। জানি যে সূর্যব্রতের আর একটি রূপ হল মাঘমণ্ডল। অচ্যুতচরণ চৌধুরী 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে ব্রতটির অপর

নির্দেশিকা দেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন— 'অভিভাবকগণ তণ্ডুল, হরিদ্রা, ইষ্টক চূর্ণ এবং আবির দ্বারা প্রত্যহ বেদীর ব্রতস্থান চিহ্নিত করিয়া দেয়।'[১৭] অদ্বৈত যে মাঘমণ্ডলের উল্লেখ করেছেন তাতে অভিভাবকের স্থান নেই, রয়েছে ব্রতচারিণী মেয়েরা। মনে হয় 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে যে সমাজের উল্লেখ রয়েছে সেটি সম্ভবত কোন উচ্চ শ্রেণীর। নিম্নবর্গের মানুষেরা, তাদের ব্রত উদ্‌যাপনে অভিভাবকদের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা থাকলেও, প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকাই থাকে না।

সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত 'শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত'-এর লেখক জানিয়েছেন, 'জেলার সদর মহকুমায় প্রচলিত মাঘব্রতের মন্ত্রগুলি কোনরূপে পরিবর্তন না করিয়া গ্রাম্যভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইল।' এই লিপিবদ্ধ ব্রতগুলি থেকে মল্লবর্মণের সংগৃহীত ব্রতগুলির পার্থক্য কোথায় সেটি দেখবার চেষ্টা করব। প্রথমে সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ব্রত ও পরে মল্লবর্মণের ব্রতগুলি পরপর সাজিয়ে দেওয়া গেল—

চন্দ্র পূজা—

১. চান্দ আইলা চন্দনে,
সুরুযে আইলা বন্দনে
পিড়ত্তিম আইলা আসিয়া
মুই বর্ত্ত করি সিঙ্গাসনে বসিয়া।

২. চান্দ পুজলাম চন্দনে
সুরুজ পুজলাম বন্দনে
চান্দ পুজ্যা পাইলাম স্থান
সুরুজ পুজ্যা স্বর্গ ধাম।

পৃথিবী পূজা—

১. পিড়ত্তিম পুজি তিনকুণা,
রাজ্য পুজি সম্পুর্ণা।
পিড়ত্তিম পুজি পাইলাম বর,
বিষ্ণুপুরী মর ঘর।

২. তিনকোণা পিরথিবী জলে যায় ভাসিয়া
বর্ত্ত ভইনে বর্ত্ত করে সিংহাসনে বসিয়া।

পুকুরের পূজা—

১. পুকুরির কুল লাঙ্গলের মাটি,
(আমার) বাপ্ ভাই আউকা লুয়ার কাটি।

২. মামা দিছে পুষ্কর্ণি, ভাগনা দিছে পার
শুয়া পক্ষে পানি খায়,
সমুদ্দুর শুকায়া যায়।

মাঘমণ্ডল পূজা—

১. মাঘমণ্ডল সুণার কুণ্ডল, বাপ রাজা ভাই পর্‌জা ;
আপনে বিদ্যাধরী, মাই পটেশ্বরী ;
কবালির গুবর ভিঙ্গার পানি, জন্মে জন্মে আয় রাণী।

২. মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল
বাপ রাজা ভাই বাদসা
মা বিদ্যাধরী
বছরে বছরে পূজা করি।

এ ছাড়া অদ্বৈত অপর যে দুটি মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন— বাজপাখি মন্ত্র ও ঘোড়া মন্ত্র সেগুলি সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সংগ্রহে নেই।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কর্তৃক সংগৃহীত 'বঙ্গে সূর্য্য পূজা ও সূর্যের নূতন পাঁচালী'তে সূর্যদেবকে নিবেদন করে 'সূর্যের জাগরণ' অংশে ছিল—

ওঠো ওঠো রাউল (রাজা / যোদ্ধা) ঝিকি মিকি দিয়া।
সুবর্ণের পঞ্চম খাড়ু (অলঙ্কার) নিশিরে থুইয়া ॥
নিশিরে থুইয়া না লো ঝাপুর ঝুমুর।
আমাদের রাউলের হাতে তাম্বুল ॥
হাতে তাম্বুল না লো পাছে থুইয়া।
নিয়া গেল বাওন ঝি কোলে করিয়া ॥…

অদ্বৈত কর্তৃক সূর্য বন্দনা অবশ্যই অঞ্চলের প্রভেদগত কারণে পৃথক হতে বাধ্য। প্রাসঙ্গিক ভেবে সেটির উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

লও লও সুরুষ ঠাকুর লও তোষের জল
মাপিয়া জুখিয়া দিমু সপ্ত আঁজল
সপ্ত আঁজল নারে এক আঁজল ঊনা
ঊনা দুনা ভইরা দিমু নাইওরের সোনা
নাইওরের সোনা নারে হাঁটুগুট্টু পানি
তাথে দিয়া আইলাম সূর্যের পানি।

শ্রীহট্ট জেলার আর একটি মন্ত্র (সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য)—

ল-ল সুরুযাই সতে কুরু পানি,
লৌখিয়া জুকিয়া সাত কুরু পানি।
সাত কুরু পানি মর সাত ডালে যায়,
এক কুরু পানি দিয়া রাইচালি খেলায়।
রাই চালি খেলাইতে খেলাইতে ফুটি আইল কাট,

ঘাইট ঘিলা বাটরে সুরযাইর বেটা
এক হাতে ঘাইট ঘিলা আর হাতে তেল,
নাইবারে সুরযাই কুন ঘাটে গেল।
নাইয়া দুইয়া রদিৎ দিল পিঠ, তাৎতনে
পাড়িয়া গেল সংর ভইনের দিশ।
সংর ভইন মর সংর রাণী,
উঠিয়া দেউকা জুকার কিনি।
উঠিতে ঝকমক পাড়িতে রাঙ্গা,
মাসাবাঁদ মাঘাইর সেবা
মাঘাইর বর্ত্তি ভইন না খাও গুয়া
আমার বাপ ভাই পাণ্ডহরের সুয়া।
পাণ্ডহরের সুয়া মর ভাই সব রে
চন্দনে লেপিল মর সব গারে।

বিশ্বব্যাপী একটা ব্রত-অনুষ্ঠান

আবার উপন্যাসে ফিরে আসি। দুঃখের বিষয় অদ্বৈত একেবারে ভিন্ন ধারার মানুষ ছিলেন। প্রচারমুখী ছিলেন না। ফলে ঔপন্যাসিককে অনুধাবন করতে এখন উপন্যাস নির্ভর হয়েই চলতে হবে। তাঁর জীবন উপন্যাসে ছায়া ফেলেছে, কিন্তু উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। এই একটি মাত্র কারণে তাঁর উপন্যাস 'তিতাস' আঞ্চলিবিদ্যার সহায়ক হয়ে ওঠে।[১৮]

উপন্যাসের চারটি খণ্ড। প্রতিটি খণ্ড আবার দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। ১. তিতাস একটি নদীর নাম, প্রবাস খণ্ড। ২. নয়া বসত, জন্ম মৃত্যু বিবাহ। ৩. রামধনু, রাঙানাও। ৪. দুরাঙা প্রজাপতি, ভাসমান। ধ্রুপদী উপন্যাসে জীবন নদীর মতোই বহমান। তাই প্রবাস খণ্ডে দেখি বিবাহের জন্য মালো পাড়ার মেয়েরা দলে দলে মাঘমণ্ডলের পুজো করে। কিন্তু ঔপন্যাসিক চিত্রিত বিষয়টি দেখাবার আগেই এটা বলে নিতে সামান্য দ্বিধা করেন না—'এ পাড়ায় কুমারীরা কোন কালে অরক্ষণীয়া হয় না। তাদের বুকের উপর ঢেউ জাগিবার আগে, মন যখন থাকে খেলার খেয়ালে রঙিন, তখনই একদিন ঢোল সানাই বাজাইয়া তাদের বিবাহ হইয়া যায়।' এই প্রবহমানতাকে খান্-খান করে অদ্বৈত মাঘমণ্ডলের বিবরণ থেকে চলে আসেন—'প্রতি বছর একই রকম তালে তারা ঢোল আর কাঁসি বাজায়। আজও সেই রকমই বাজাইতেছে। সবই একই রকম আছে, পরিবর্তনের মাঝে দুখাইর ঢোলটা আরও পুরানো হইয়াছে, তার ছেলেটা আরও বড় হইয়াছে।' এর পরের অংশেই উপন্যাসের ন্যারেটিভে ঢুকে পড়েন— 'বাসন্তীর মাথায় জবজবে তেল, পরনে মোটা শাড়ি। এই কালকের থেকেই যেন আজ তাকে অনেকখানি

বড় দেখাইতেছে। এখানে সমগ্র উপন্যাস আলোচ্য বিষয় নয়, যে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা উপন্যাসের শরীরে লেগে রয়েছে সেখান থেকে এই সূত্র-সন্ধানটি মেলে— উপন্যাস ছাপিয়ে জীবনের সন্ধানেই পাঠকদেরকে ঠেলে দেন। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সাফল্য। অদ্বৈতের পা ডোবানো রয়েছে দেশের মাটিতে। □

---

১. তিতাস একটি নদীর নাম : অদ্বৈত মল্লবর্মণ / ১৩৯৮ / পৃ. ২৬

২. তিতাস··· / পৃ. ২৬

৩. তিতাস··· / পৃ. ২৭

৪. তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস। ঘাটে-বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মটকি, ঘরে ঘরে চরকি, তকলি— সুতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম। এই সব নিয়াই মালোদের সংসার।— তিতাস··· / পৃ. ৩৩

৫. 'কিছু কামনা ক'রে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।' —বাংলার ব্রত : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ১৩৮৩ / পৃ. ৫

৬. The challange of oral history lies Partly in relation to this essential purpose of history,—The voice of the past : Paul Thomson. / 1978 / p. 2

৭. রবীন্দ্রনাথ ও লোক সাহিত্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য / ১৯৭৩ / পৃ. ২০

৮, ঐ / পৃ. ১৭

৯. বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস : বরুণকুমার চক্রবর্তী / ১৩৮৪ / পৃ. ১৩৩

১০. পূজার সময় মেয়েরা কতকগুলি ছড়া বা মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া থাকে। —মাঘমণ্ডল : অদ্বৈত মল্লবর্মণ / বারমাসী গান ও অন্যান্য— দেবীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত / ১৯৯০ / পৃ. ৫৯

১১. বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি : দুলাল চৌধুরী / ১৩৭৬ / পৃ. ১৭৩

১২. বাংলার ব্রত : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ১৩৮৩ / পৃ. ৬

১৩. মাঘমণ্ডল / পৃ. ৫৯

১৪. বঙ্গে সূর্য্য পূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালি : চিন্তাহরণ চক্রবর্তী / সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা / ১৩৪০

১৫. শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত : সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য / সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা / ১৩৪০

১৬. মাঘ মাসের ত্রিশ দিন তিতাসের ঘাটে প্রাতঃ স্নান করিয়াছে; প্রতিদিন স্নানের শেষে বাড়িতে আসিয়া ভাঁট ফুল আর দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জল দিয়া সিঁড়ি পূজিয়াছে, মন্ত্রপাঠ করিয়াছে: 'লও লও সুরজ ঠাকুর লও ঝুটার জল, মাপিয়া জুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল।'—তিতাস··· / পৃ. ৩

মল্লবর্মণ লিখিত মাঘমণ্ডল প্রবন্ধে ভিন্ন পাঠ আছে। 'লও লও সুরুয ঠাকুর লও তোষের জল / মাপিয়া জুখিয়া দিমু সপ্ত-আঁজল'···। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় উপন্যাসটি যখন প্রথম প্রকাশিত···তখন কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত অংশে প্রথম খণ্ডের স্থিতীয় পর্ব প্রবাস খণ্ড···সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।—অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১৯১৪-১৯৫১ : শান্তনু কায়সার / ঢাকা ১৯৮৭ / পৃ. ৩৩

১৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত : অচ্যুতচরণ চৌধুরী ১ম খণ্ড / ১৩১৭ / পৃ. ৯৩

১৮. মেয়েদের মধ্যে ব্রতগুলি এখন যেভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাকেই ব্রত অনুষ্ঠানের আদর্শ বলে নিতে পারি কি না প্রথমে সেটা দেখা যাক : ···মানুষের এবং সব জীবেরই, বিচিত্র কামনা চরিতার্থ হবার পূর্বে বিচিত্র চেষ্টায় আপনাকে ব্যক্ত করে। ···মানুষ আজীবন কামনা ও তার চরিতার্থতার নানা ক্রিয়া করে চলেছে। কী অনুষ্ঠান করলে যে কী হবে তার কতক মানুষ আপনা হতেই আবিষ্কার করে, কতক দেখে শিখে নেয়, কতক ঠেকে শিখে নেয়···। জীবনের কামনা যতক্ষণ না মরণে গিয়ে থামছে ততক্ষণ···।
—বাংলার ব্রত : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ১৩৮৩ / পৃ. ১৩ □